

‘আল-হারবু আল্লাল কাশাফ’ গ্রন্থের পরিমার্জিত অনুবাদ

অলসতা : জীবনের শত্রু

মূল:

খালিদ আবু শাদী

অনুবাদ:

সাদিক ফারহান

সন্দেশ

প্রকাশন লিমিটেড

দৃষ্টিদাতা

ছোটছে যখন সবাই	১২
যে শব্দ আঘাত করে নীরবে	১৩
মগজের শিলালিপি	১৪
যে জ্ঞান যুগপোকা	১৫
প্রাক্কথন	১৬
অলসতা কী	১৯

অলসতার ক্ষতি

■ এক: জাগতিক ব্যর্থতা	২০
■ দুই: ইবাদাতের বিপদ	২১
■ তিন: শয়তানের বিরুদ্ধে পরাজয়	২২
■ চার: আব্বাহর নির্দেশের অবমাননা	২৩
■ পাঁচ: বিপদ-পূর্ব হন্দুদ বাতি	২৪
■ ছয়: সার্বজনীন মহামারী	২৪
◆ অর্থনৈতিক ক্ষতি	২৪
◆ রাজনৈতিক ক্ষতি	২৫
◆ ঈমানি ক্ষতি	২৫
■ সাত: মুসলিম হিসবে অশোভনীঘতা	২৫
■ আট: সামষ্টিক দায়িত্বে অবহেলা	২৬

অলসের দ্বারে দশটি করাঘাত

■ এক—দুআ	২৭
◆ অলসতা থেকে মুক্তিকামনা	২৭
◆ নবিজিব সকাল-সন্ধ্যার নিয়মিত দুআ	২৮
◆ শক্তিহীনতা দুই প্রকার	২৮
◆ আশ্রয় চাওয়ার অর্থ দুটি	২৯
◆ দৃঢ়তা ও সাহায্য কামনা	২৯
◆ দুআ ব্যতীত মানুষের অসহায়ত্ব	৩১
■ দুই—নিকাকে পতিত হওয়ার ভয়	৩৬
◆ এ যুগের ছবাইফা	৩৭
◆ তৃতীয় কোনও পথ নেই	৩৮
◆ যে ভয় নিরাপত্তার মতো	৩৮
◆ শঙ্কার ফল প্রফুল্লতা	৪০
■ তিন—বিনিময়ের বিশ্বাস	৪২
◆ চোখের পর্দা সবিয়ে ফেলুন	৪৩
◆ যে মুনাফা প্রেরণা জোগায়	৪৫
◆ বিশ্বাসে মিলায় বস্ত	৪৮
◆ মানতেই হবে নবির হুকুম	৪৯
◆ তরবারির তলে জান্নাত	৫০
◆ শাস্তিতে হও বিধাহীন	৫১
◆ কিছু গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ	৫৩

■ চার—উদ্দেশ্যের স্বচ্ছতা	৫৫
◆ আমরাই তো বিজয়ী	৫৬
◆ লক্ষ্য আমার আকাশছোঁয়া	৫৮
◆ এদিকে খোদার পথ, ওদিকে শততানি রথ	৫৯
◆ উদ্দেশ্যের অন্তরায়	৬০
◆ মাধ্যমই যখন লক্ষ্য হয়ে যায়	৬০
◆ নিয়ত নবায়নের অনুশীলন	৬১
◆ আমার ভাঙা তরি	৬২
◆ লক্ষ্যের পরিমিতি	৬২
◆ লক্ষ্যের অস্বচ্ছতা	৬৪
◆ লক্ষ্যের স্থবিরতা	৬৪
◆ লক্ষ্য যেন ক্ষুদ্র না হয়	৬৬
◆ লক্ষ্যহীনতার বিধ	৬৭
■ পাঁচ—নিজেই নিজের হিসেব নিন	৬৮
◆ ছয় শব্দের হিসেব-নিকেশ	৬৮
◆ হিসাবের নিক্তি	৭০
◆ নিজের মনে নিজের স্ততি	৭২
◆ মুহাসাবার ফলাফল	৭৩
• এক. তাওবার সুযোগ হয় সংকর্মশীলদের	৭৩
নাওয়ারে হে উদাস মান্নি!	৭৪
বান্দাসুলত হিসাব-কিতাব	৭৫
কালের কিসসা	৭৬
বলি শুভ্রতার কাহিনী	৭৮
• দুই. আগামীর পথ মনুণ হয়	৮০
ঈমানি লক্ষ্যপূরণে সচেতনতা	৮০
জীবনের নেক স্বার্থ হাশিলে সচেতনতা	৮০

অলসতার উৎস জানুন	৮১
অপচয়	৮১
বিরক্তি	৮১
বাড়াবাড়ি	৮২
• তিন. কৃতজ্ঞতা এবং কর্মের ধারাবাহিকতা বন্ধের সুযোগ হয়	৮৩
কল্যাণের কাজে লেগে থাকুন	৮৪
• চার. নির্বাচিতদের ভেতর প্রতিযোগিতার চিন্তা তৈরি হয়	৮৫
ব্যক্তিগত জীবনে	৮৫
ধর্মীয় জীবনে	৮৫
জ্ঞানীর ও জ্ঞানী থাকে	৮৬
■ ছয়—পরিশ্রমীদের জীবনপাঠ	৮৮
♦ নববি শিক্ষা	৮৮
♦ উদ্ভম অনুসৃতজন	৯০
♦ অলসতার সাথে রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)—এর আচরণ ..	৯১
♦ কিতাবের বন্ধু হোন	৯২
♦ জীবনপাঠ তাড়াবে অলসতা	৯৩
♦ পরিশেষে নিবেদন	৯৬
■ সাত—মৃত্যুর স্মরণ ও তার ভয়াবহতার কল্পনা	৯৭
♦ ১. বিচ্ছেদের অনুভব	৯৭
• আহি মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে	১০০
• মওতের শেকল	১০২
♦ ২. হুম: মরণের অর্ধেক	১০৪
• প্রাত্যহিক স্মৃতির শ্রেট	১০৪
• আখের গুহিয়ে নিন	১০৮

◆ ৩. কবর: পোকামাকড়ের ঘর	১১০
• দুটি বাড়ি: ওপরে ও নিচে	১১২
• দুনিয়ার ওপরে দুনিয়াবিমুখ	১১৫
• দরজার ওপর অতিথি	১১৫
◆ ৪. রোগ: মৃত্যুর আয়না	১১৬
• মৃত্যুর চতুর্ভুজ	১১৭
■ আট—হিতোপদেশ: জীবন গড়ার নসীহত	১১৯
◆ নসীহত নাকি সম্পদ?	১২১
◆ নসীহতের পরিমিতি	১২২
◆ নসীহতের সময়কাল	১২৩
◆ কার নসীহত নেবেন	১২৫
• ১. সদা জাগ্রত মনের অধিকারী	১২৫
• ২. জ্ঞানী ও অভিজ্ঞ	১২৬
◆ কিছু উত্তম নসীহত	১২৬
■ নয়—সাহচর্যের দুই রূপ	১৩০
◆ কাজীর আসরে তর্কবাগীশ	১৩২
◆ সাহচর্যের উপকার	১৩৪
• ১. নিরাপদ থাকা	১৩৫
• ২. পরোক্ষ সহযোগিতা পাওয়া	১৩৫
ফজরের সালাত: শয়তানের অন্যতম টার্গেট	১৩৫
• ৩. নেক কাজে প্রতিযোগিতা করার সুযোগ	১৩৬
• ৪. পরস্পর নসীহতের ক্ষেত্র তৈরি	১৩৭

■ দশ—শব্দের চাষ ও অন্তরের আশাবাদ	১৩৮
◆ আপনার শব্দ আপনাকে গড়বে	১৩৮
◆ যে শব্দ ডোবার তরি	১৪০
◆ যে শব্দ বেঁটা যেন... ..	১৪১

আমল তোমায় ডাকছে দেখো, হে অলস চিন্তাহীন,
দুয়ারে তোমার বাজিয়ে চলেছে সংকল্পের বীণ;
ফজর তোমায় ডেকে ডেকে বলে, “মেটাও আমার ঋণ।”
আলোর পাখিরা জেগেছে পেরিয়ে—আঁধার অস্তহীন!

দেখো আকাশের গায়—

মালিক তোমার কানে কানে কন, আর কত ঘুম পায়?
নেমে আসো দেখি জায়নামাজতে, ডাকো মোরে সাজদায়।
নিকম আঁধারে নিশীথ পাখারে পৃথিবী ঘুমিয়ে রয়,
তুমিও ঘুমালে, হারালে বেঘোরে—বলো তো কী করে হয়!

এসো মুছি অন্যায়—

নিজেকে ডুবাই নূরের সাগরে, সাওয়াবের বন্যায়,
নবরূপে এসো ইতিহাস রচি, মিলে ছেলে-কন্যায়;
অলসতা ছেড়ে বসি নড়েচড়ে, উঠি কর্মের নায়া।

ছুটেছে যখন সবাই

শাদ্দাদ ইবনু আওস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, ‘একবার রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাকে নসীহত করলেন, ‘শাদ্দাদ! যখন দেখবে মানুষ দামি দামি সম্পদ জমানোর প্রতিযোগিতা শুরু করেছে, তখন মনে মনে এই কথাগুলো বলতে থেকো—

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْغِنَى فِي الْأَمْرِ، وَأَسْأَلُكَ عَزِيْزَةَ الرَّشْدِ، أَسْأَلُكَ مُوْجِبَاتِ رَحْمَتِكَ، وَغَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ وَأَسْأَلُكَ شُكْرَ نِعْمَتِكَ وَحُسْنَ عِبَادَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ إِنْسَانًا صَادِقًا وَقَلْبًا سَلِيمًا، وَأَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا تَعْلَمُ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا تَعْلَمُ وَأَسْتَغْفِرُكَ مِمَّا تَعْلَمُ، إِنَّكَ أَنْتَ غَلَامُ الْغُيُوبِ

‘হে আল্লাহ! আমাকে আদেশপালনে দৃঢ়তা দিন, সত্যের পথে সদা অবিচল রাখুন! আমাকে আপনার রহমতের নিশ্চয়তা এবং আপনার মাগফিরাতের আবশ্যিকতা দান করুন। হে প্রভু! আমাকে আপনার নিয়ামতের প্রতি কৃতজ্ঞ করুন, সুচারুভাবে আপনার ইবাদাত করার তাওফীক দিন। আমাকে সুস্থ মন ও সত্যবাদী জ্বানের অধিকারী বানান। আপনি যা কিছু কল্যাণকর বলে জানেন, তা আমাকে দান করুন। আর যা কিছু অকল্যাণকর বলে জানেন, তা থেকে আশ্রয় দিন। হে প্রভু! আমার যা পাপরাশি আপনি জানেন—(দয়া করে) তা ক্ষমা করে দিন। নিশ্চয়ই আপনি সমস্ত অদৃশ্য জ্ঞানের অধিকারী।^[১]

[১] ইবনু হিব্বান, আস-সহীহ, ৯৩৫, ১৯৭৪; আহমাদ, আস-মুননাদ, ১৭১১৪; তিরমিযী, ৩৪০৭; সহীহ।

যে শব্দ আঘাত করে নীরবে

আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রদিয়াল্লাহু আনহুমা) নিজেকে 'অলস' বলা পছন্দ করতেন না।^[১]

অর্থাৎ, নিজের কথায় নিজের ওপর জুলুম করতে নেই। জবান যেন আপনার খামখেয়ালি কাজকর্ম এবং ব্যর্থ আবেগের অজুহাত না হয়।

[১] ইবনু মাযী সাহিব, মাল-মুলাহফ, ৫/৩২০।

মগজের শিলালিপি

বইয়ের একেবারে শেষ পাতায় কিছু কথা দেখতে পাবেন। এগুলো পুরো বইয়ে উল্লিখিত নসীহতের সারাংশ। সেক্ষেত্রে পাঠক হিসেবে আপনার করণীয় হলো:

১. পাঠকালে বইয়ের চুম্বকাংশগুলো আলাদাভাবে টুকে রাখুন। যখনই তা দেখবেন, সাথেসাথেই যেন পেছনে রেখে আসা মূল আলোচনার সারকথা মনে পড়ে যায়।
২. প্রতিদিন ঘুমের আগে, বিছানায় বসে নিজেই নিজের কাজকর্মের হিসাব নিন।
৩. প্রতিটি কাজের আগে লক্ষ্য স্থির করে নিন। কাজটি কোনও ইবাদাত হলে, নিয়তের নবায়ন করুন। আর যদি তা দৈনন্দিন জীবনযনিষ্ঠ কিছু হয়, তবে তা ইবাদাতে পরিণত করে নিন। নিজের মনকে জিজ্ঞেস করুন, কেন তা করছেন? এ কাজে আপনার উদ্দেশ্য কী?^[৩]
৪. প্রতিবার সালাতের পর এবং হাদীসে বর্ণিত দুআ করুলের নির্ধারিত সময়গুলোতে, মহান রবের দুয়ারে হাত পাতুন। আমাদের প্রিয় নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যে দুআগুলো করতেন, বিনয়ানবত হয়ে ছবছ সেই শব্দগুলো মুখে তুলে আনুন। এভাবে আলস্যের কোমর ভেঙে দিন। দেখবেন যে, এ বাক্যগুলোই আপনাকে কর্মচঞ্চল করে তুলছে।
৫. বন্ধুদের আড্ডায় হোক বা ধর্মীয় সমাবেশে—সবখান থেকে আত্মিক উন্নতি লাভের চেষ্টা করুন!

[৩] ইবাদাতের বাইরে দৈনন্দিন জীবনের সাধারণ বৈধ কাজ আমরা করে থাকি, সেগুলোকে বসে 'দুআ'। একটি কৌশল করলে সেগুলোও ইবাদাতে পরিণত করা সম্ভব। শুধু নিয়তটা একটু পাশটে নিলেই তা হয়ে যায়। যদি কেবল হার্ব হাদীসের আশ্রয় কাজটি করে থাকি, তবে চটকলাদি তা আল্লাহর সন্তুষ্টির নিয়তে বদলে নিই। এভাবে দিন ও রাতের হাতাবিক সকল কাজকর্মকেও ইবাদাতে পরিণত করা যায়।

যে জ্ঞান ঘুণপোকা

ইমাম সুফইয়ান ইবনু উয়াইনা (রহিমাতুল্লাহ) বলেন:

‘তোমার ইলম তোমার উপকার না করলে, ক্ষতি করবে নিশ্চিত।’^[১]

কারণ, অর্জিত জ্ঞান অনুযায়ী কাজ না করলে ওই জ্ঞানই পরকালে আপনার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে। প্রতিদানও পাবেন সেই সাক্ষ্য অনুযায়ী। ‘প্রকৃত আলিম কে?’ এ প্রশ্নের জবাবে ইবনু উয়াইনা (রহিমাতুল্লাহ) যথার্থই বলেছেন, ‘আলিম তো সেই ব্যক্তি, যে প্রতিটি কথার হুক আদায় করে’। জিজ্ঞেস করা হলো, ‘কথার হুক আবার কী?’ বললেন, ‘সে অনুযায়ী কাজ করা।’^[২]

[১] আহমাদ ইবনু হাম্বল, আভ-বুহদ, ১/৯৭।

[২] পতীর বাগদাদি, ইকতিদাতুল ইলম আল-আমস, ৮৪।



প্রাক্কথন

সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহ তাআলার। আমি তাঁর প্রশংসা করছি, তাঁর সাহায্য, ক্ষমা এবং হিদায়াত কামনা করছি। তাঁর কাছে আশ্রয় চাইছি প্রবৃত্তির অনিষ্ট ও মন্দ আমলের আশ্রাসন থেকে। তিনি যাকে পথ দেখান, তাকে কেউ বিপথে নিতে পারে না; আর তিনি যাকে বিপথে রাখেন, তাকে পথে আনার কেউ নেই। সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া কোনও উপাস্য নেই; তিনি অদ্বিতীয়। তাঁর কোনও শরীক নেই। আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মাদ আল্লাহর বান্দা ও রাসূল। সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ

“হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে যথার্থরূপে ভয় করো; এবং মুসলমান না হয়ে কিছুতেই মৃত্যুবরণ করো না যেন।”^[১]

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَيْنَ مَابَيْنَا رَجُلًا كَثِيرًا وَنِسَاءً. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

“হে মানবজাতি! তোমাদের পালনকর্তাকে ভয় করো, যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন, এবং তার থেকে সৃষ্টি করেছেন তার সঙ্গিনীকে; আর বিস্তার করেছেন তাদের দু’জন থেকে অগণিত পুরুষ ও নারী। ভয় করো সেই আল্লাহকে, যাঁর নামে তোমরা একে অপরের নিকট চেয়ে থাকো। আত্মীয়-স্বজাতিদের ব্যাপারেও সতর্কতা অবলম্বন করো। আল্লাহ তোমাদের সব

ব্যাপারেই সচেতন রয়েছেন।”^[১]

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَتُؤْمِلُوا قَوْلًا سَدِيدًا * يُضْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ
 ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا

“হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় করো এবং সত্য-সঠিক কথা বলো; তাহলে তিনি তোমাদের কর্মগুলো সংশোধন করবেন। ফমা করে দেবেন তোমাদের পাপরাশি। যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে, সে-ই অর্জন করে নেয় মহাসফল্য।”^[২]

বছরের সবচেয়ে প্রসন্ন প্রহর রমাদান মাস। রমাদান এলে মুসলিমদের হৃদয়ে আল্লাহর আনুগত্যের জোয়ার বয়ে যায়। কিন্তু মাসটি চলে যাওয়ার পর বেশিরভাগ মানুষই সে জোয়ার ধরে রাখতে পারে না। সারা মাসের অর্জিত উচ্ছ্বাস হঠাৎ করেই উধাও হয়ে যায়। এ দেখে আমার মনে হলো, বিষয়টির বিস্তর সুবাহা দরকার। কেবল সাময়িক টোটকা নয়, প্রয়োজন স্থায়ী ও সার্বিক সংশোধন। ভেবে দেখলাম, এ সমস্যার মূল কারণ অলস-অবসন্নতা। তাই রোগটির বিস্তারিত পথ্য নিয়ে পূর্ণাঙ্গ একটি বই লেখার ইচ্ছে জাগল।

আল্লাহর কী ইচ্ছে! ঠিক এ বিষয়ে আলোচনার জন্যই আমাকে এক ধীনি সমাবেশে আমন্ত্রণ জানানো হলো এর মতো। আমিও তাদের আহ্বানে সাড়া দিয়ে সেখানে হাজির হই। আল্লাহ তাআলা সেখানে অধমের জবান থেকে কল্যাণকর কিছু কথা বের করলেন। উপকারটি আরও ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দেওয়ার আশায় সে কথাগুলো মলাটবদ্ধ করার দৃঢ় সংকল্প করে ফেললাম।

অলসতা এমন এক কঠিন রোগ, যা কারও ওপর চেপে বসলে, তার ইহকাল-পরকাল লাঙ্গ করে দেয়। শুধু তাই নয় একসময় অলস ব্যক্তি তার স্বাভাবিক মানবতাবোধও হারাতে থাকে। তার মেধাশক্তি দুর্বল হয়ে পড়ে এবং বিলুপ্ত হতে থাকে তার মানবিক বৈশিষ্ট্য।

ইমাম রাগিব (রহিমাছল্লাহ) বলেন,

‘যে লোক অলস ও কর্মহীন জীবন যাপন করে, ধীরে ধীরে সে মনুষ্যত্বের কাতার থেকে বের হয়ে যায়; বরং তাকে জীবন্ত কোনও প্রাণী হিসেবেই বিবেচনা করা যায়

[১] সূরা মিনা, ০৪ : ০১।

[২] সূরা আহযাব, ০৩ : ৭০-৭১।

না। জীবনমান হারিয়ে সে হয়ে যায় মৃত আবর্জনা। দীর্ঘ অকর্মা অবসরের ফলে মানুষের তাবৎ সজ্জাবনা—এমনকি তার প্রতিটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গও নিজেদের স্বাভাবিক তৎপরতা ধামিয়ে দেয়। ফলে সে হয়ে পড়ে বন্ধ চোখ বা অবশ হাতের মতো। এভাবে চলতে চলতে মানবদেহ একসময় বিলাসিতা এবং অনর্থকর্মে অভ্যস্ত হয়ে যায়। পাশাপাশি অন্তরও চিন্তা-ভাবনার স্বভাব ছেড়ে জড়তাগ্ৰস্ত হয়ে পড়ে। এভাবেই একসময় সে নিছক বোধহীন চতুষ্পদ জন্তুর স্তরে নেমে যায়।^[১১]

অলসতা কোনও মন্ত্রী-মিনিস্টার চেনে না। বৃদ্ধ, যুবক, পুরুষ, নারী, ধীনদার, দুনিয়াদার—সকলেই অলসতার আক্রমণের শিকার হতে পারে। তাই এ ব্যাপারে সবার সমান সচেতন হওয়া চাই। আপাতদৃষ্টিতে ব্যক্তি যতই পরিশ্রমী হোক, সচেতনতার প্রশ্নে সে-ও আলাদা কেউ নয়। ইমাম ইবনুল কাইয়িম (রহিমাছল্লাহ) বড় যথার্থ বলেছেন,

‘লক্ষ্য অর্জনে প্রতিটি পরিশ্রমী ব্যক্তিকেই অলস্য ও বিরতির মুখোমুখি হতে হয়।’^[১২]

বইটির অন্যতম লক্ষ্য হলো, পুরোপুরি না হোক, পাঠকের অলসতা ও দুর্বলতা যথাসম্ভব কমিয়ে আনা। এরপরও যদি অলস্য চলেই আসে, তবে তার সাথে কেমন হবে আপনার আচরণ, কীভাবে তাকে প্রথম সুযোগেই ঘরের দুয়ার থেকে তাড়ানো যায়— সেই পথ সম্পর্কে আলোকপাত করা।

পরিশেষে আল্লাহ তাআলার কাছে সকাহতর প্রার্থনা জানাই, তিনি যেন আমার এ সামান্য শ্রম কবুল করেন। আমার কথা ও কাজে মিল রাখার সামর্থ্য দেন। আর আত্মোপলক্ষির এই বইটি যারাই পড়বে, তিনি যেন আমাকে তাদের নাজাতের ওসীলা বানান। নিশ্চয় তিনিই কর্মবিধায়ক এবং তিনিই ক্ষমতাবান।

[৯] বাগিব আসফাহানি, আর-হাযীআহ ইলা মাকারিমিশ শারীআহ, ২৪৫-২৭০।

[১০] ইবনুল কাইয়িম, মাদারিছুল সাগিকিন, ১/২৭৮।

অলসতা কী?

অলসতার শাব্দিক অর্থ:

এমন কাজে গড়িমসি ও টিলেমি করা, যে কাজে গড়িমসি করা সমীচীন নয়।^[১১]

পারিভাষিক মর্ম:

ইমাম নববি (রহিমাছল্লাহ) বলেছেন, “অলসতা হলো কল্যাণকর কাজে হৃদয়ে উদ্দীপনা জেগে না উঠা, সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও কাজে আগ্রহ অনুভব না করা।”^[১২]

ইমাম তিব্বি (রহিমাছল্লাহ) বলেছেন, “যে কাজে টিলেমি করা অনুচিত, সে কাজে টিলেমি করার নামই অলসতা।”^[১৩]

[১১] আল-মু'জামুল ওয়সীত, ২/৪৯২।

[১২] নববি, শারহ মুসলিম, ১৭/২৮।

[১৩] শারহ মিশকাতিল মাসাবিহ, ৪/১৩৫১।



অলসতার ক্ষতি

এক: জাগতিক ব্যর্থতা

অলস হওয়া মানে পরকালীন পরিতাপে ভঙ্গ হওয়ার আগেই দুনিয়ার অনুতাপে পুড়ে মরা। অলসদের ব্যাপারে ইমাম ইবনুল জাওবি (রহিমাছল্লাহ) বলেন,

‘সমবয়সী বন্ধুরা জানে ও বিজ্ঞানে অগ্রগামী হয় আর সে থাকে চূড়ান্ত জাহিল। তারা স্বচ্ছলতার পারদ ছুঁয়েছে সেই কবে, অথচ সে আজও রিক্তহস্ত ফকির। এরপরও কি অলসতার মাধ্যমে আনন্দ-আয়েশ করার কোনও অর্থ থাকে?’^[১]

অলসতা মূলত অসীম মুনাকা ও অক্ষুব্ধ অবসর হাতছাড়া করে ফেলার নাম। ইমাম আবুল ফাতাহ বুসতি (রহিমাছল্লাহ) বলেন, ‘বন্ধু! কখনও কি শুনেছ যে, অলসতার বুলি থেকে কেউ এক ফোঁটা মধুও আহরণ করতে পেরেছে?’

যেন তিনি অকর্মণ্য মানুষদের প্রতি তপ্ত আহ্বানে বলছেন: “শোনো! অলসতার খালা হাতে ভিক্ষে করে বেড়ালে সাফল্য কেনার সামর্থ্য কখনও হবে না। দিনশেষে লাঞ্ছনাই জুটবে রুপালে।”

অলসতা ছেড়ে গা ঝাড়া দিতে পারলেই জীবনে আসে সমূহ বারাকাহ। মানব জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে এর অসংখ্য প্রমাণ পাওয়া যায়। দাবা খেলাতেও রয়েছে এর দারুণ উদাহরণ। ইমাম ইবনুল কাইয়িম (রহিমাছল্লাহ) বলেন,

‘দাবা খেলায় সৈনিকের গতি বড় ধীর। কিন্তু একবার শেষ ঘরে পৌঁছতে পারলে সে

একাই সব হিসেব এলোমেলো করে দেয়।^[১৫]

সৈন্য সর্বশেষ ঘরে পৌঁছে গেলে মন্ত্রীর মর্বাদা পেয়ে যায়। উদ্যম, কর্মঠতা, মনোবল এবং আত্মবিশ্বাসের এ এক দুর্দান্ত উপমা।

বেশি পরিশ্রম করতে পারেন না? সমস্যা নেই। শুধু অলসতা ছেড়ে দিন। স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি পরিশ্রম না করেও ভরপুর বারাকাহ পাবেন।

কিছু সকাল-বিকাল শুধু অলসতা আর বিলাসিতার চাদরমুড়ি দিয়ে বসে থাকলে জীবনযুদ্ধে পরাজয়ের সুসংবাদ নিন।

বেশকিছু জরিপ থেকে জানা যায় যে, পৃথিবীর অধিকাংশ কোটিপতি নিজ চেঁচায় ধনী হয়েছেন, উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত টাকায় নয়। এদের সবাইই সূচনা হয়েছিল একেবারে শূন্য থেকে। আর বংশ পরম্পরায় ধনীদের শতকরা ৯০ জনই খুব দ্রুত সে সম্পদ নিঃশেষ করে ফেলে। আর শতকরা মাত্র ৫ জন বাপ-দাদা থেকে প্রাপ্ত সম্পদের সঠিক সংরক্ষণ করতে পারে।

আয়তনে ছোট ও খনিজ আয়ে সীমিত হবার পরও জাপান বর্তমান বিশ্ব অর্থনীতির বিরাট অংশ নিজেদের আয়ত্তে নিয়ে নিয়েছে। মুসলিম অধ্যুষিত রাষ্ট্রগুলোকে আল্লাহ তাআলা দিয়েছেন বিপুল জনবল ও সীমাহীন প্রাকৃতিক সমৃদ্ধি। অথচ মনোবল ও ইচ্ছাশক্তির অভাব এবং ফাঁপা অহংকারের ফলে আজ ব্যর্থতা তাদের চিরসঙ্গী। তাদের নামের সাথে জুড়ে গেছে ‘পশ্চাৎপদ’ বিশেষণ।

প্রতিটি জাতির কিংবা গোত্রের পতনের শুরু অলসতা থেকেই। বারামিকা সম্প্রদায়ের সাম্রাজ্য পতনের কারণ হিসেবে তাদের অনেকেই বলে, ‘সকালের ঘুম আর সাঁঝের মদ।’^[১৬]

দুই: ইবাদাতের বিপদ

আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রদিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেন, ‘প্রতিটি বস্তুরই বিপদ রয়েছে। জ্ঞানের বিপদ হলো ভুলে যাওয়া। আর ইবাদাতের বিপদ অলসতা।’^[১৭]

[১৫] ইবনুল কাইয়ীম, আল-ফাওয়ায়িদ, ৪৫।

[১৬] মুহাম্মাদ ইবনু কাসিম আমাদি হুদাফি, রাওদুল-আখইয়ার আল-মুনশাখর দিন রবীউল আবরাহ, ১/৩৮৭।

[১৭] আবু আলির মাক্কি, কুতুব কুলুব, ১/১৩৮।

- রমাদান মাস এলে মানুষ পান্না দিয়ে ইবাদাত করতে থাকে। কিন্তু রমাদান বিদায় নেবার পরপরই চূড়া থেকে একেবারে খাদে গিয়ে পড়ে।
- হাজ্জ বা উমরা সেরে মানুষ তার রবের সাথে একগাদা ওয়াদা করে বাড়ি ফেরে। কিন্তু সময়ের পরিক্রমায় সেসব প্রতিজ্ঞা ধূলিকণার মতো উড়ে যায়। ইবাদাতে সে আবার অলস হয়ে পড়ে।
- কেউ কুরআন হিফজ করার নিয়ত করল। দু'এক মাস ধারাবাহিক চেষ্টার পর কমে আসতে থাকে গতি। আস্তে আস্তে আগে যা শিখেছিল, তা-ও ভুলে বসে। নতুন করে আবার শুরু করার কথা ভাবতেও তখন ক্লান্তি লাগে। লক্ষ্য পূরণ তো অনেক দূরে!

অলসতা অভ্যাসে পরিণত হলে ধীরে ধীরে ইবাদাত তার প্রাণ হারিয়ে ফেলে। দৈনিক মৃত্যুর আগেই মারা যায় 'আল্লাহর বান্দা' নামক সন্তাটি।

ইমাম যামাখশারি (রহিমাহুল্লাহ) 'রবীউল আবরার' গ্রন্থে বলেন, 'ইবাদাত ব্যক্তির উপর যতটা ভারী, আমলনামায়ও ঠিক ততটাই ভারী। আর অলসতা ব্যক্তির জন্য যতটা হালকা, আমলনামায়ও তা ততটাই হালকা।'^[১৮]

তিন: শয়তানের বিরুদ্ধে পরাজয়

প্রতিপক্ষ সবচেয়ে দুর্বল থাকে ঘুমন্ত অবস্থায়। মানবজাতির চিরশত্রু শয়তানও আক্রমণের জন্য এ সময়টাকে বেছে নেয়।

রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, 'এ সময়ে সে বান্দার নাকের ছিদ্রপথের গভীরে গিয়ে তিনটা গিঁট দিয়ে দেয়।'^[১৯]

মানুষের সারা দিনের আলস্য বা কর্মোদ্যম এই তিন গিঁটের চক্রে নিশীত হয়। ফজরের বেলায় বা খানিক পূর্বে বান্দা বিছানা ছেড়ে দাঁড়াতেই হস্তদস্ত করে পালিয়ে যায় শয়তান। সাথেসাথে তিন গিঁটের একটি খুলে যায় এবং বান্দার গা থেকে সে পরিমাণ আলস্যও বারে পড়ে। বান্দা উঠে গিয়ে ওজু সেরে নিলে দ্বিতীয় গিঁটটিও আলগা হয়ে আসে। শরীরে আসে দ্বিগুণ উদ্যম। ফজরের সালাত পড়ে নিলে আরও এক ধাপ এগোয় শত্রুর বিরুদ্ধে তার জয়যাত্রা। তখন তৃতীয় এবং সর্বশেষ গিঁটটিও খসে পড়ে।

[১৮] যামাখশারি, রবীউল আবরার ওয়া মুসুন আখইতার, ৩/৩০২।

[১৯] হাদীসে বর্ণিত আছে, 'ঘুম থেকে ওঠার পর ওজু করে ভালোভাবে তিনবার নাকে পানি দিও। কারণ, শয়তান নাকের ছিদ্রপথে রাশ্বিগাপন করে।' — বুখারি, ৩২৯৫; মুসলিম, ২৩৮।

এতে শয়তানের চক্রান্ত নস্যাত্ হয়ে যায়। আর বান্দা তার পেতে রাখা ফাঁদ থেকে মুক্ত হয়ে প্রশান্ত মনে শুরু করে কর্মোৎসাহী সকাল।

আবু ছরায়রা (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, “মানুষ ঘুমিয়ে গেলে শয়তান তার ঘাড়ের পেছনে তিনটি গিঁট দেয়। প্রতি গিঁটে সে চাপড়ায় আর বলে, ‘সামনে দীর্ঘ রাত পড়ে আছে, আরামে ঘুমাও।’ কিন্তু মানুষ জেগে উঠে আল্লাহর যিকুর করলে একটি গিঁট খুলে যায়। এরপর ওজু করে নিলে খুলে যায় আরেকটি। সালাত আদায় করলে শেষ গিঁটটিও খুলে পড়ে। এতে প্রফুল্ল মনে তার প্রভাত শুরু হয়। অন্যথায় সকাল শুরু হয় আলস্যভরে।^[২০]

শয়তানের বিরুদ্ধে এ এক যুদ্ধ। সিদ্ধান্ত আপনার হাতে। হয় আত্মসমর্পণের পতাকা নাড়বেন। নয়তো যিকুরের তরবারি, সালাতের তির আর ঈমানি বলে গুঁড়িয়ে দেবেন শত্রুর আক্রমণ। সুতরাং হে নিভীক বীর! দেখিয়ে দিন আপনার বীরত্বের ঝলক!

চার: আল্লাহর নির্দেশের অবমাননা

আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তাআলা তাঁর প্রিয় নবিকে বলেন,

فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْجِعْ

“অবসর পেলেই ইবাদাতে দাঁড়িয়ে যান। আর আপনার রবের প্রতি গভীর মনোযোগী হোন।”^[২১]

মুহাম্মাদ! এ দুনিয়ায় আপনার বিশ্রাম নেই। একে তো ধীন প্রচারের গুরুদায়িত্ব, তারপর আবার দীর্ঘ তাহাজ্জুদ। আপনার চিরন্তন বিশ্রাম হবে জান্নাতে।

সদা অবিচল রাসূলগণের প্রতি এমনই তো মহান প্রভুর আদেশ। মূসা ও তাঁর ভাই হারুন (আলাইহিমাস সালাম)-এর কাছে আদমানি নির্দেশ এল—

إِذْ هَبْنَا نُبُّكَ وَالْجِبْكَ بِآيَاتِنَا ۖ وَلَا تَلْبَسُ الْبِغْيَةَ لِيُذَكَّرَ ۖ

‘তুমি ও তোমার ভাই আমার নিদর্শনাবলী নিয়ে যাও। আর আমার স্মরণে শৈথিল্য করো না।’^[২২]

[২০] বুখারি, ১১৪২, ৩২৩৯; মুসলিম, ৭৭৩; নাসাই, ১৬০৭; আবু দাউদ, ১৩০৩; ইবনু মাজাহ, ১৫২৯; মাসিক, আস-মুওয়াত্তা, ৪৮৩; আহমাদ, আস-মুসনাদ, ৭৩০৮।

[২১] সূরা ইনশিরাহ, ৯৪ : ০৭।

[২২] সূরা সূফা, ২০ : ৪২।

শৈথিল্যের বিপরীত উদ্যম ও গুরুত্ব। নবি-রাসূলগণকেই যখন শৈথিল্য না করার আদেশ দেওয়া হচ্ছে, তাহলে তাঁদের চেয়ে নিচু স্তরের মানুষদের ব্যাপারে এ নির্দেশনা আরও অধিক প্রযোজ্য এবং প্রয়োজনীয়। আলস্য করা মানে মহান রবের এই মহান আদেশের নিকৃষ্ট অবমাননা।

পাঁচ: বিপদ-পূর্ব হলুদ বাতি

আবদুল্লাহ ইবনু আমর (রদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, “প্রতিটা কাজের ক্ষেত্রেই (বান্দার ভেতর) উদ্দীপনা কাজ করে; তবে সেই উদ্দীপনারও বিরতি আছে। যার সেই বিরতি কাটবে আমার সুন্নাতের পাবন্দিতে, সে হিদায়াতের দিশা পাবে; অন্যথায় তার সর্বনাশ^[২৫] অনিবার্য।”^[২৬]

মানুষের স্বভাবই এমন যে, সে একটানা বেশিক্ষণ কাজ করতে চায় না। বিরক্তি আসে, ক্লান্তিতে চোখ মুদে যায়। অপরদিকে শয়তানও ওত পেতে থাকে এর অপেক্ষায়। আর জান্নাতকেও ঘিরে রাখা হয়েছে কষ্টকর ও অপছন্দনীয় বস্ত্র দ্বারা। তাই বুদ্ধিমান ব্যক্তি অবসর কাটায় নেককাজের মাধ্যমে।

যেকোনও দীর্ঘ অবসরই মানুষকে পাপের দিকে ধাবিত করে। তৈরি করে কর্তব্যপালনে অবহেলার মানসিকতা। অলসতা হচ্ছে হলুদ বাতির মতো। এটা জ্বলে ওঠা মানে এখনই ধামতে হবে। না-হলে হারাম কাজের রেড-জোনে ঢুকে পড়বেন। তখনই যদি সতর্কীকরণ ঘন্টার আওয়াজে আপনার ঘুম ভেঙে যায়, তাহলে ঈমান হরণকারী ইবলীসের চক্রান্ত মাঝপথেই কাটা পড়বে।

ছয়. সার্বজনীন মহামারী

মুসলিম উম্মাহ আজ সামষ্টিকভাবে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যহীন। এর কারণ অলস নেতৃত্ব এবং হতাশাবাদী জনগণ। অলসতা ও হতাশার এই মহামারি বিভিন্ন দিক থেকে আমাদের ক্ষতি করছে। যেমন—

অর্থনৈতিক ক্ষতি

অলসতার কারণে আমরা নিজস্ব পুঁজিতে স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়ার প্রয়োজন বোধ করি না।

[২৫] এখানে সর্বনাশের অর্থ, তার জীবনের মূল্যবান সেই সময়টুকু অথবা নষ্ট হতে যাওয়া।

[২৬] দুয়ুতি, আল-জামিউন সগীর, ২৪১০, সহীহ, ইবনু হিব্বান, আল-সহীহ, ১১।

হয়ে পড়েছি পাশ্চাত্য বিনিয়োগের ওপর নির্ভরশীল। তাই আমরা নিজেদের খাবার নিজেদের ক্ষেতে চাষ করছি না। গায়ে জড়াতে পারছি না নিজেদের হাতে বোনা চাদর।

রাজনৈতিক ক্ষতি

বিশ্বব্যাপী মুসলিমদের স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং স্বতন্ত্র কোনও রাজনৈতিক সেতুবন্ধন নেই। অথচ উচিত ছিল নিজেদের রাষ্ট্রের প্রতিটি বিধানে ঐশী আলোকবর্তিকার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা। সবার উপর বিধান চলবে কুরআনের। ব্যক্তিজীবন থেকে রাষ্ট্র ও জগৎ—সবকিছুর মূল চালিকাশক্তি হবে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর অনীত বিধান, আল্লাহ তাআলার নির্বাচিত একমাত্র ধর্ম—ইসলাম। কিন্তু সেই কর্মোদ্যম না থাকায় প্রচলিত দাসবৃত্তির নীতিতেই আমরা সন্তুষ্ট হয়ে গেছি।

ঈমানি ক্ষতি

সৃষ্টজগতের সকল সদস্যের হিদায়াত কামনা করা প্রত্যেক মুসলিমের ঈমানি দায়িত্ব। কিন্তু আমরা নিজেরা ঈমান এনে ঘুমিয়ে পড়েছি। যারা দুনিয়ার লোভে পড়ে রবের আহ্বান ভুলে গেছে, প্রচণ্ড পরিশ্রম করে হলেও তাদের কাছে ঈমান পৌঁছে দেওয়া আমাদের কর্তব্য ছিল।

উম্মাহর মেরুদণ্ডে অলসতার ঘুণপোকা জেঁকে বসেছে বলেই এসব ক্ষতি পূরণ করতে আমাদের দীর্ঘমেয়াদি কোনও লক্ষ্য নেই। এর বদলে আমরা অনর্থক, অসার ও অশ্লীল কথা-কাজে লিপ্ত হয়েছি।

সাত. মুসলিম হিসবে অশোভনীয়তা

আবু হুরায়রা (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

إِنَّ اللَّهَ يُجِيبُ الْعَطَّاسَ وَيَخْرُجُهُ الْكُثْرَابَ

“আল্লাহ তাআলা হাঁটি দেওয়া পছন্দ করেন এবং হাঁই তোলা অপছন্দ করেন।”^[২৫]

কারণ, হাঁটি হলো চাঞ্চল্য ও উদ্যমের প্রমাণ। বিপরীতে ঘনঘন হাঁই তোলা অবসাদ, অমনোযোগ ও ক্লাস্তির বহিঃপ্রকাশ। তাই কেউ হাঁই তুললে শয়তান বেশ খুশি হয়; অনাগত সাফল্যের লোভে লকলকিয়ে ওঠে সে। এভাবে সামান্য একটু অলসতা থেকে

[২৫] বুখারি, ৬২২৪; মুসলিম, ২৯৯৪; আবু দাউদ, ৫০২৮; তিরমিধি, ২৭৪৬; আহমাদ, আল-মুসনাদ, ৯১৬২।

মানুষ শয়তানের সঙ্ঘটির দিকে ধাবিত হয়।

সুতরাং হাই তোলা শয়তানের দুষ্ট বাহিনীর সদস্য। তবে হাঁচি এর বিপরীত। হাঁচি দেওয়ার ফলে অসত্যের খুলোবালি ঝরে গিয়ে প্রাণে আনে নবশক্তি। স্বয়ং আল্লাহ তাআলা একে পছন্দ করেছেন। এ কারণে কতিপয় আলিমদের মতে, জনসম্মুখে হাই তোলা মাকরহ। একান্ত প্রয়োজন হলে জনসমাবেশ ছেড়ে খানিক দূরে গিয়ে কাজ সেরে নেবে।

আট. সামষ্টিক দায়িত্বে অবহেলা

আনাস ইবনু মালিক (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, বাসুলুজ্জাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, 'কিছু মানুষ কল্যাণের চাবি এবং অকল্যাণের তালা। পক্ষান্তরে কিছু মানুষ অকল্যাণের চাবি এবং কল্যাণের তালা। যার দুহাতে আল্লাহ তাআলা কল্যাণের চাবি রেখেছেন, তাকে অভিনন্দন। আর যার দুহাতে আল্লাহ অকল্যাণের চাবি রেখেছেন, তার সর্বনাশ।'^[২৬]

সীমান্তপ্রহরীদের সব সময় সজাগদৃষ্টিতে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। তাদের উদাসীন বা স্লাম্ব হলে চলে না। তাদের নিষ্ঠার ওপর নির্ভর করছে পুরো জাতির নিরাপত্তা। তাই অমনোযোগিতা তাদের কোনও ব্যক্তিস্বাধীনতা নয়।

নাবিকই যদি পথ ভুলে যায়, জাহাজ তো তবে পথ হারাবেই। প্রহরীর চোখ বুজে গেলে রাজ্যের ধনভাণ্ডার হবে চোর-চোড়াদের আহার। তাই যারা জাতির কর্ণধার, তাদের চোখে স্লাম্ব আসতে নেই। তাদেরকে মেরুদণ্ড সর্বদা সোজা রেখে চলতে হয়।

জাতির উন্নতি সাধন তখনই সম্ভব, যখন তাদেরই কেউ বৃহৎ জনবলের স্লাম্ব ও অসত্যতার ভূত তাড়ানের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেবে। যখন জাতির ভিত্তি গঠনে মনোযোগ দেবে সে জাতিরই সর্ব সচেতন কোনও উদ্যমী সদস্য। বিজয়ী দলের অন্যতম বিশেষ একটি গুণ হলো, জাতির অসত্য সদস্যদের মনে নিস্তেজতা দূর করে প্রাণশক্তির সঞ্চয় ঘটানো। তাই অসত্যতা থেকে কেবল নিজে বেঁচে থাকবেন, তা নয়। আপনার থেকে সূচনা হোক মুসলিম উম্মাহর নতুন বিপ্লবের। আপনার কর্মমুখরতা থেকেই যেন সূচিত হয় উম্মাহর চূড়ান্ত বিজয়।

[২৬] ইবনু মাজাহ, ২৩৭, হাসান; সুয়ুতি, আল-জামিউল সগীর, ৩৯৮৩; বাইহাকি, স্তম্বাবুল ইমান, ৩৮৭।



অলসের দ্বারে দশটি করাঘাত

এক

দুআ

অলসতা থেকে মুক্তিকামনা

আনাস ইবনু মালিক (রদিয়াল্লাহু আনহু)-এর মুখে একটি ঘটনা শুনুন—

“আবু তালহা (রদিয়াল্লাহু আনহু)-কে নবি কারিম (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, ‘খাইবারে যাওয়া পর্যন্ত আমার খেদমত করতে পারে, এমন একটা ছেলে ডেকে আনো তো।’

আবু তালহা আমাকে তার পেছনে বসিয়ে নিয়ে রওয়ানা হলেন। আমি তখন প্রাপ্তবয়সের কাছাকাছি। সেবার খাইবারে অবতরণ পর্যন্ত আমি রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর খেদমত করেছি। এ সময় প্রায়ই তাঁকে দুআ করতে শুনতাম,

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحُزْنِ، وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ، وَالْجُبْنِ وَالْبُخْلِ، وَضَلَعِ الدُّنْيِ وَعَلَبَةِ

الرِّجَالِ